দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বাহ্‌বা দেয়া গেল না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ গত শনিবার বেলা ১২টা ১০ মিনিটে তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি এই মর্মে 'আলটিমেটাম' বা চরমপত্র দিয়েছিলেন যে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৫টি ছাত্রাবাসকে 'বহিরাগত অস্ত্রধারীদের' দখলমুক্ত করা না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। তাঁর প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে তা না হওয়ায় চরমপত্রটি তিনি কার্যকর করেছেন। তাঁর পদত্যাগকে একজন নিষ্ঠাবান, দায়িত্বসচেতন, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ উপাচার্যজনোচিত কাজরূপে গণ্য করতে পারলেই ভাল হতো। একজন উপাচার্য বা কোন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ যখন দেখেন যে, তাঁর ক্যাম্পাস প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, সেখানে চলছে নিত্য সংঘাত-সংঘর্ষ, চলছে হল দখল-গোলাগুলি, ধাওয়া-ধাওয়ি, স্তব্ধ হয়ে গেছে সকল একাডেমিক কার্যক্রম এবং পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে তিনি কিছুই করতে পারছেন না, তখন সংক্ষুব্ধ হয়ে সরে দাঁড়ানোকেই তিনি একমাত্র করণীয় জ্ঞান করতে পারেন বৈকি। একথা অনস্বীকার্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। সাবেক ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনটি বিগত বছরগুলোতে পেশী ও অস্ত্রের জোরে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। দু'একটি বাদে প্রায় সব ক'টি ছাত্রাবাসে দখল কায়েম করেছিল তারা এবং সেগুলোকে এক ধরনের মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করেছিল। হল দখল, অস্ত্রবাজি, গোলাগুলি, সংঘাত-সংঘর্ষ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও সন্ত্রাসের রেকর্ড স্থাপন করেছিল। এক কথায় বলা যায়, তারা ভালই চালাচ্ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার মঞ্চে পটপরিবর্তনের পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এতদিন ধরে একটানা মার খেয়ে আসা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র সংগঠনটির নেতৃত্বের মাথায়ও হল দখলের দুর্বুদ্ধি ঢুকেছে। হল দখলের মাধ্যমেই পরমার্থ লাভে তৎপর হয়েছে ছাত্রলীগ।

একের পর এক হল চলে যাচ্ছে ছাত্রলীগের দখলে। এটাকে আরও সহজতর করছে ছাত্রদলের অস্ত্রধারীদের দলত্যাগ– যা ঘটেছে মুহসীন হলে। এ প্রবণতা অবশিষ্ট হলগুলোতেও সংক্রমিত হয়ে পড়ার শঙ্কায় এ মুহূর্তে ছাত্রদল ও তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব অস্থির এবং উত্তপ্ত। কারণ, অদ্ভুতভাবে তাঁদেরও বিশ্বাস যে হলগুলো দখলে রাখার মধ্যেই লুকিয়ে আছে পরমার্থ, পরম সিদ্ধি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষের এই সাধারণ বিশ্বাসেরই ফল। যে কোন সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই এ বিশ্বাসের নিন্দা করবেন এবং একে সংঘাত-সংঘর্ষমুক্ত শান্তিময় শিক্ষা পরিবেশ গঠনের পরিপন্থীরূপে গণ্য করবেন। পদত্যাগকারী ভিসিও কি তাই করেছেন? ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা, নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন, ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সদা সচেষ্ট ব্যক্তিরূপেই কি তিনি পদত্যাগ করেছেন? এর জবাব খুঁজতে গিয়ে একটু পিছনের দিকে তাকাতে হয়। তাঁর কার্যকালেই কি ১৯৯২ সাল থেকে জিয়া হল, মুহসীন হল, সূর্যসেন হল, জসীম উদ্‌দীন হল দখলের ঘটনা ঘটেনি? বহিরাগত সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে আসেনি? রক্তপাত হয়নি? তাঁর আমলেই কি ক্যাম্পাসে ৬৮টি সংঘর্ষ ঘটেনি? ১০৭ জন আহত ও ১৪ জন নিহত হয়নি? তখন তো তাঁর বিবেক জাগ্রত হয়নি, তিনি পদত্যাগ করেননি? ঐসব ঘটনার অধিকাংশ তাঁর প্রিয়জনরা ঘটিয়েছিল বলে নয় কি? তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পর্যন্ত তাঁকে এসবের বিরুদ্ধে একটা শক্ত অবস্থান গ্রহণের অনুরোধ করলেও তিনি তা করেননি। গত ৩১ জানুয়ারি (বিএনপি সরকারের আমলে) জগন্নাথ হলে পুলিশী হামলা ও অত্যাচারে যখন রক্তে ভেসে গিয়েছিল হলের করিডোর, প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল গোটা শিক্ষক সমাজ, তখনও তিনি নীরব ছিলেন। পদত্যাগ তো দূরের কথা। শিক্ষকরা তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছিল। তবু তিনি পদত্যাগ করেননি। জগন্নাথ হলের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার ৫ দিন পরে তিনি সকলের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীল হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অথচ আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তিনি ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতার সাথে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনর্প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দান করে যাওয়ার পরিবর্তে বীরের মতো চরমপত্র দিয়ে পদত্যাগ করলেন। প্রকাশ যে, তাঁর বিরুদ্ধবাদী কেউ কেউ তাঁকে বিদ্রূপ করে 'জিয়া পরিষদের উপাচার্য' বলে অভিহিত করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ ও স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ তো শিক্ষক মহলেই শোনা গেছে। তাঁর পদত্যাগের দাবিও সিন্ডিকেট, সিনেট এবং শিক্ষক সমিতিতে ধ্বনিত হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেননি। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর পদত্যাগ কি সত্যি একটি রাজনৈতিক 'স্টান্ট'? রাজনৈতিক কারণেই তিনি পদত্যাগ করলেন? দু'মাস পরে মেয়াদঅন্তে যেতেই যখন হবে তখন নাটকীয়ভাবে পদত্যাগ করে একটা চমক সৃষ্টি করে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন? এ প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়ার আগে অধ্যাপক আহমদের পদত্যাগে বাহ্‌বা দেয়া কঠিনই বটে।